ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৪

কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

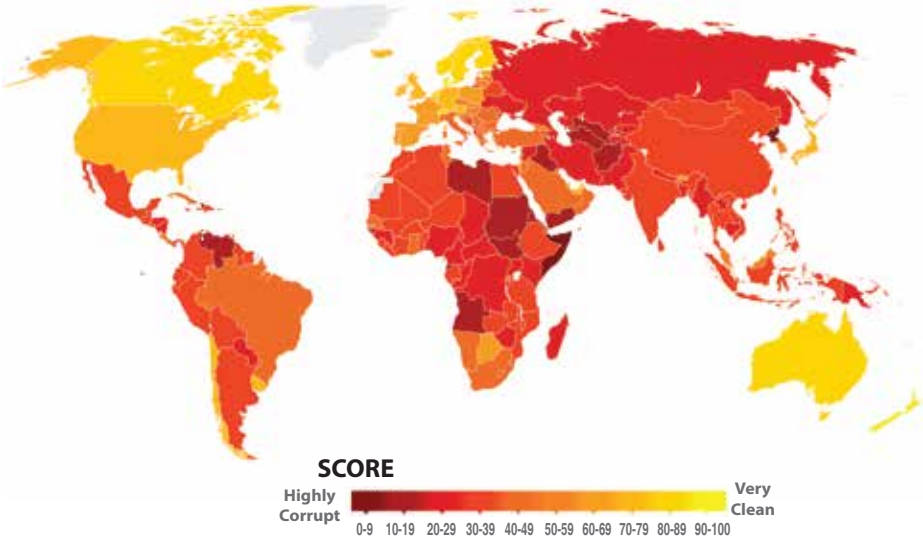

www.ti-bangladesh.org

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৪
কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

ডিসেম্বর ২০১৪

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি-১৪১, রোড ১২, ব্লক ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৮৮৭৪৯০, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স : (৮৮২) ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: advocacy@ti-bangladesh.org, info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেইসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক ৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (করাপশন পারসেপশনস্ ইনডেক্স বা সিপিআই) ২০১৪ অনুযায়ী সূচকের ০-১০০ এর স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২৫। তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী ১৭৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্দশ বা ১৪তম। এবছর একই স্কোর পেয়ে বাংলাদেশের সাথে সম্মিলিতভাবে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী চতুর্দশ স্থানে আরও রয়েছে লাওস, গিনি, পাপুয়া নিউ গিনি ও কেনিয়া। এ বছর ১৭৫টি দেশের মধ্যে ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৫তম। ২০১৩ সালে সূচকে অন্তর্ভুক্ত ১৭৭টি দেশের মধ্যে নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশ ষোড়শ অবস্থানে ছিল, অন্যদিকে ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থান ছিল ১৩৬তম, অর্থাৎ ২০১৪ সালের সূচকে বাংলাদেশ ২ পয়েন্ট কম পেয়েছে এবং ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ৯ ধাপ নিচে নেমেছে।

৯২ স্কোর পেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে ডেনমার্ক। ৯১ স্কোর পেয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে ফিনল্যান্ড যার স্কোর ৮৯। ৮ স্কোর পেয়ে ২০১৪ সালে তালিকার সর্বনিম্নে অবস্থান করছে যৌথভাবে উত্তর কোরিয়া ও সোমালিয়া। ১১ ও ১২ স্কোর পেয়ে তালিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে সুদান ও আফগানিস্তান।

উল্লেখ্য, ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সিপিআই-এ অন্তর্ভুক্ত দেশের অবস্থান ০-১০ এর স্কেলে নির্ণীত হতো। ২০১২ সাল থেকে এটি ০-১০০ এর স্কেলে নির্ণীত হয়। বাংলাদেশ ২০১৩ সালে ২৭ স্কোর পেয়ে নিম্নক্রম অনুযায়ী ষোড়শ, ২০১২ সালে ২৬ স্কোর পেয়ে ত্রয়োদশ এবং ২০১১ সালে ২.৭ স্কোর পেয়ে ত্রয়োদশ, ২০১০ সালে ২.৪ স্কোর পেয়ে দ্বাদশ, ২০০৯ সালে ২.৪ স্কোর পেয়ে ত্রয়োদশ, ২০০৮ সালে ২.১ স্কোর পেয়ে দশম, ২০০৭ সালে ২.০ স্কোর পেয়ে সপ্তম, ২০০৬ সালে ২.০ স্কোর পেয়ে অবস্থান ছিল তৃতীয় এবং ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ পর্যন্ত তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সর্বনিম্নে।

সারণি ১: ২০০১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর ও নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান

সাল	স্কোর	নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান	সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা
২০০১	০.৪	১	৯১
২০০২	১.২	১	১০২
২০০৩	১.৩	১	১৩৩
২০০৪	১.৫	১	১৪৬
২০০৫	১.৭	১	১৫৯
২০০৬	২.০	৩	১৬৩
২০০৭	২.০	৭	১৮০
২০০৮	২.১	১০	১৮০
২০০৯	২.৪	১৩	১৮০
২০১০	২.৪	১২	১৭৮
২০১১	২.৭	১৩	১৮৩
২০১২*	২৬*	১৩	১৭৬
২০১৩*	২৭*	১৬	১৭৭
২০১৪*	২৫*	১৪	১৭৫

*২০০১-২০১১ পর্যন্ত ০-১০ স্কেলে; ২০১২-২০১৪ পর্যন্ত ০-১০০ স্কেলে নির্ণীত

সূচক অনুযায়ী ২০১৪ সালে বাংলাদেশের অবস্থান সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

সূচক অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে ৪৩ স্কোরকে গড় স্কোর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই হিসেবে বাংলাদেশের ২০১৪ সালের স্কোর ২৫ হওয়ায় দুর্নীতির ব্যাপকতা এখনো উদ্বেগজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

তবে তার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুর্নীতি করে। সিপিআই সম্পর্কে যথাযথ ধারণার অভাবেই অনেক সময় এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যদিও দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সুশাসন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে কঠিনতম অন্তরায়, তথাপি দেশের আপামর জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী মাত্র। ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি ও তা প্রতিরোধে দেশের নেতৃত্ব ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে দেশ বা জনগণকে কোনোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যাবে না।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের তুলনা

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ভুটান। ২০১৪ সালের সিপিআই এ দেশটির স্কোর ৬৫ এবং ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থান ৩০। এর পরের অবস্থানে রয়েছে ভারত ও শ্রীলঙ্কা, যাদের স্কোর ৩৮ এবং অবস্থান ৮৫। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এরপরে ২৯ স্কোর পেয়ে একইসাথে ১২৬ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে নেপাল ও পাকিস্তান। এরপর ২৫ স্কোর পেয়ে ১৪৫তম অবস্থানে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের পরে ১২

স্কোর পেয়ে ১৭২তম অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ নিম্নক্রম অনুসারে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০১১ পর্যন্ত সূচকে মালদ্বীপ অন্তর্ভুক্ত হলেও ২০১২ থেকে ২০১৪ এর সূচকে মালদ্বীপ আর অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সারণি ২: স্কোর অনুযায়ী তিন বছরে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের অবস্থান

	২০১৪ (১৭৫টি দেশ)		২০১৩ (১৭৭টি দেশ)		২০১২ (১৭৬টি দেশ)	
দক্ষিণ এশীয় দেশ	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)
আফগানিস্তান	১২	১৭২	৮	১৭৫	৮	১৭৪
বাংলাদেশ	**২৫**	**১৪৫**	**২৭**	**১৩৬**	**২৬**	**১৪৪**
ভুটান	৬৫	৩০	৬৩	৩১	৬৩	৩৩
ভারত	৩৮	৮৫	৩৬	৯৪	৩৬	৯৪
মালদ্বীপ	*	*	*	*	*	*
নেপাল	২৯	১২৬	৩১	১১৬	২৭	১৩৯
পাকিস্তান	২৯	১২৬	২৮	১২৭	২৭	১৩৯
শ্রীলঙ্কা	৩৮	৮৫	৩৭	৯১	৪০	৭৯

* মালদ্বীপ সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয়নি

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) কী?

সিপিআই বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত একটি সূচক যা দুর্নীতির বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতার একটি চিত্র তুলে ধরে। একটি দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত এই সূচকের মাধ্যমে দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়ে থাকে।

সিপিআই নির্ধারণে নির্ণয়ন পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা ও সূচকের সহজবোধ্যতার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ২০১২ সাল থেকে নতুন স্কেল ব্যবহার শুরু করে। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রবর্তিত ০-১০ এর স্কেলের পরিবর্তে দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ২০১২ সাল থেকে ০-১০০ এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের ০ স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণায় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ১০০ স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার মাপকাঠিতে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত বা সর্বাধিক সুশাসিত দেশ বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো এ সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না।

সিপিআই নিরূপণ পদ্ধতি

সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার' (abuse of public office for private gain)। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরূপিত হয় তার প্রশ্নমালায় সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ১২টি জরিপের ওপর ভিত্তি করে ২০১৪ সালের সূচক প্রণীত হয়েছে। সিপিআই নির্ণয়কালে জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ মান এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সূচকের তথ্য সংগ্রহে মূলত চারটি ধাপ অনুসৃত হয়। যেমন: উপাত্তের উৎস নির্বাচন, পুনঃপরিমাপ, পুনঃপরিমাপকৃত উপাত্তের সমন্বয় এবং পরিমাপের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ। জরিপগুলোতে মূলত ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং দেশে অবস্থানকারী দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে।

সিপিআই ২০১৪ এর জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ৭টি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলো হলো: বার্টেলসমান ফাউন্ডেশন ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স ২০১৪, ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস্ ২০১৪, গ্লোবাল ইনসাইট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস্ ২০১৪, পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড ২০১৪, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট ২০১৩, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন সার্ভে ২০১৪ এবং ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট রুল অব ল ইনডেক্স ২০১৪ এর রিপোর্ট।

সূচকে ব্যবহৃত তথ্য

সিপিআই-এ ব্যবহৃত তথ্যের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান; স্বার্থের সংঘাত ও তহবিল অপসারণ; দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ ও অর্জনে বাধাদান; ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার; প্রশাসন, কর আদায়, বিচার বিভাগসহ সরকারি কাজে বিধি বহির্ভূত অর্থ আদায় এবং সর্বোপরি, এ ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধে ও দুর্নীতি সংঘটনকারীর বিচার করতে সরকারের সামর্থ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা। এবারের সূচকে ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে আগস্ট ২০১৪ এর তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

সিপিআই ও টিআইবি

সিপিআই নির্ণয়ে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি টিআইবি'র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ টিআই-এ প্রেরিত হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের মতই টিআইবি স্থানীয় পর্যায়ে সিপিআই প্রকাশ করে মাত্র।

টিআইবি'র কার্যক্রম

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে টিআইবি পাঁচ বছর মেয়াদী (অক্টোবর ২০১৪ - সেপ্টেম্বর ২০১৯) 'বিবেক - বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেকটিভ চেইঞ্জ' প্রকল্প পরিচালনা করছে। চারটি দাতা সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি কোয়ালিশন তহবিল থেকে শর্তহীন আর্থিক সহায়তায় বর্তমান প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সহায়ক সংস্থাগুলো হলো: যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID), সুইজারল্যান্ডের দ্যা সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (SDC), সুইডেনের সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (SIDA) ও ডেনমার্কের দ্যা ড্যানিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (DANIDA)।

বাংলাদেশে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন ও নীতি প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত করার জন-দাবি জোরালো করা এবং সুনির্দিষ্ট ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে টিআইবি এ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। 'বিবেক' প্রকল্পে এই কাজসমূহ হবে অধিকতর নিবিড়ভাবে ও আরও সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে। বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাস করা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, জলবায়ু অর্থায়ন ও স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন খাতে পূর্ববর্তী 'পরিবর্তন - *ড্রাইভিং চেইঞ্জ*' প্রকল্পের প্রভাবকে বিবেচনায় নিয়ে এই প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রম ও উদ্যোগের আরও সম্প্রসারণ ও গভীরতর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে 'বিবেক'। জাতীয় পর্যায়ে তথ্যানুসন্ধানী গবেষণা ও নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

নাগরিক সম্পৃক্ততা ও প্রচারাভিযান

টিআইবি একটি দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে 'সচেতন নাগরিক কমিটি' গঠনের মাধ্যমে এক বৃহৎ প্ল্যাটফরম প্রতিষ্ঠা করেছে। স্থানীয় সচেতন, শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত, দলীয় রাজনীতিমুক্ত, উদ্যোগী ও সাহসী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সচেতন নাগরিক কমিটি (Committee of Concerned Citizens) বা সনাক, দেশের ৩৮টি জেলায় ও ৭টি উপজেলায় সক্রিয় রয়েছেন। টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের ওপর অর্পিত স্থানীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রচারণা কার্যক্রমের মূল শক্তি হচ্ছে সনাক এবং সনাক সংশ্লিষ্ট ইয়েস (ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট) গ্রুপ। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সনাক কাজ করছে ।

গবেষণা ও পলিসি

টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ইস্যুতে বছরব্যাপী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত ফলাফল বা পরিবর্তনসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংস্কারের লক্ষ্যে 'বিবেক' প্রকল্পে টিআইবি গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নীতি প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে সুপারিশমালা তৈরি অব্যাহত রেখেছে। জাতীয় পর্যায়ে তথ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি করার জন্য ডায়াগনস্টিক স্টাডি, জাতীয় সততা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ, করাপশন ডেটাবেজ, জাতীয় খানা জরিপ এবং রিপোর্ট কার্ড জরিপসহ অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম এ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।

যোগাযোগ ও প্রচারাভিযান

বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পলিসি অ্যাডভোকেসিসহ দেশের সাধারণ জনগণ ও যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির জন্য টিআইবি'র আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ কাজ করছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের সকল প্রকার যোগাযোগ; প্রচারাভিযান; অ্যাডভোকেসি; বিভিন্ন ইস্যুতে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম; ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ইয়েস গ্রুপের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান; তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনসহ সকল প্রকার প্রকাশনা; কার্টুন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী; দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা; অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার, প্রশিক্ষণ ও ফেলোশিপ; সদস্যপদ কার্যক্রম; ই-বুলেটিন, গণমাধ্যম প্রচারণা; রিপোর্ট করাপশান এবং গণনাট্য দলের কার্যক্রম এ বিভাগের উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

টিআইবি'র সকল কার্যক্রম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকার বা এর কোনো অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়। জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী বা ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করে এমন কোনো কার্যক্রমও টিআইবি পরিচালনা করে না। বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র কার্যক্রমকে সরকারবিরোধী বা দেশের ভাবমূর্তির ক্ষতিকারক হিসেবে অপপ্রচারের প্রয়াস সত্ত্বেও টিআইবি তার কার্যক্রমকে মূলত সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দুর্নীতিবিরোধী প্রত্যয়ের অংশীদার হিসেবে মনে করে।

টিআইবি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠির পক্ষ হয়ে কাজ করে না এবং ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্নীতির ওপরও কোনো প্রকার অনুসন্ধান, তথ্য প্রকাশ বা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তাছাড়া, দেশে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনায় টিআইবি তার প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ ও লক্ষ্য বহির্ভূত অন্য কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত নয়। বস্তুত দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সাথে সম্পূরক ভূমিকা পালন করাই টিআইবি'র মূল উদ্দেশ্য। টিআইবি নিজেকে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করার যেকোনো উদ্যোগের সহায়ক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করে। সরকার ও কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন সময়ে অ্যাডভোকেসি ও সহযোগিতার মাধ্যমে টিআইবি দুর্নীতিবিরোধী আইনী ও কাঠামোগত পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে - দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যকরতার পথে চলমান ভূমিকা; জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে বাংলাদেশের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তি এবং এর বাস্তবায়নে ভূমিকা; তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন প্রণয়ন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন; পাঠ্যপুস্তকে দুর্নীতিবিরোধী অনুশীলন অন্তর্ভুক্তি; এনজিও খাতের সংস্কার ও সুশাসন; দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ প্রণয়ন; মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর অফিস সংস্কার; স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংস্কার; চট্টগ্রাম বন্দর শুল্ক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা; টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবাখাতে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার খাতে সেবার মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা প্রভৃতি।

টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাপনা, কৌশলগত ও কর্ম পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডকুমেন্ট ও ম্যানুয়েল, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে প্রাপ্য। কোনো তথ্য ওয়েবসাইট বা অন্য প্রকাশনায় পাওয়া না গেলে তা ই-মেইল বা ফোনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের মাধ্যমগুলো হলো: info@ti-bangladesh.org অথবা ফোন বা চিঠি, যা ব্যবহার করে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা যাবে। তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছেন: কুমার বিশ্বজিত দাশ, ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন, ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১৬।

দুর্নীতি দারিদ্র ও অবিচার বাড়ায়
আসুন দুর্নীতি রোধে সক্রিয় হই... একসাথে

সিপিআই সম্পর্কে আরো জানতে লগ অন করুন নিম্নের ওয়েব সাইটগুলোতে
www.transparency.org, www.ti-bangladesh.org

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি-১৪১, রোড ১২, ব্লক ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৮৮৭৪৯০, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স : (৮৮২) ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: advocacy@ti-bangladesh.org, info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেইসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh